পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড ঃ জেশপ বিল্ডিং ঃ কোলকাতা-৭০০০০১

নং ঃ ৩১৪৮-পি এন্ড আর ডি/পি/এন/এন আর ই জি এ/১৮এস-১৪/০৬ তারিখ ঃ ১৫ই মে, ২০০৯

জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচীতে উদ্যান পালন প্রকল্প গড়ে তোলার নির্দেশিকা

আপনারা অবগত আছেন যে জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা কর্মসূচীতে ফল ও ফুলের চাষ বাড়ানোর জন্য উদ্যান পালনের প্রকল্প গ্রহণ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যে ইতিমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্যান পালনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিটি জেলায় জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচীর (এন আর ই জি এস) সাহায্যে ব্যাপক আকারে উদ্যান পালনের মাধ্যমে জীবিকার সুযোগকে সম্প্রসারিত করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা দরকার। এই প্রকল্প কীভাবে করা যেতে পারে তা এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

(১) এই কাজের জন্য প্রথমেই দরকার প্রতি জেলার জেলা পরিষদের উদ্যোগে একটি করে প্রোজিনি অর্চাড (উদ্যান) গড়ে তোলা যাতে উন্নত মানের ফলের চারা এই উদ্যান থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এই উদ্যান গড়ে তুলতে যে প্রযুক্তি গত সাহায্য লাগবে তা ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBCADC) থেকে নেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ ২৪-পরগণা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর - যে দুটি জেলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কোন প্রোজেক্ট অফিস নেই তারা ঐ জেলার কাছাকাছি কর্পোরেশনের কোন প্রোজেক্ট অফিস বা ঐ জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কারিগরী সহায়তায় এই প্রোজিনি অর্চাড গড়ে তুলবেন। এই প্রোজিনি অর্চাডের এলাকা অন্ততঃ ১০ একর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি এই প্রোজিনি অর্চাডের জন্য সরকারী জমি না পাওয়া যায় তাহলে জেলা পরিষদ তাদের নিশর্ত তহবিল,বি আর জি এফ বা নিজস্ব সম্পদ থেকে এই জমি কেনার ব্যবস্থা করতে পারবে। প্রোজিনি অর্চাড

তৈরী করার কাজ এন আর ই জি এস-এর মাধ্যমে করা যাবে ও তার জন্য উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এক বছরের মধ্যে সমগ্র উদ্যানটি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। সেইজন্য ঐ উদ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন বছরে এন আর ই জি এসের প্রকল্প হিসাবে পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করা যাবে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র বা সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ এই কাজের রূপায়ণকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারবে।

(২) এর পরের দফায় কাজ হবে প্রত্যেকটি ব্লকে সম্ভব হলে একটি করে নার্শারী তৈরী করা, যেখান থেকে উন্নত মানের ফলের চারা জেলা প্রোজিনি অর্চাড-এর সহায়তায় সরবরাহ করা যাবে। এই নার্শারীগুলির এলাকা অন্ততঃ এক একর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নার্শারীগুলিও একাধিক বছর ধরে এন আর ই জি এসে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গড়ে তোলা যাবে। এই নার্শারীগুলি চালাবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের স্থানীয় সংঘ যদি তারা এই কাজের জন্য উপযুক্ত হয় বা কোন স্বনির্ভর দল যারা ইতিমধ্যেই ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসাবে নার্শারী গড়ে তুলেছেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ঐ নার্শারীগুলিতে সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেখানের যোগাযোগ ব্যবস্থা সন্তোষজনক হতে হবে।

(৩) তৃতীয় দফার কাজ হবে জমি চিহ্নিত করে উদ্যান পালনের নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং সেই কাজ এন আর ই জি এসের সাহায্যে বিভিন্ন ভাবে রূপায়ণ করা যাবে।

প্রথমতঃ সেই সমস্ত পরিবার যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন বা তপশীল জাতি বা তপশীল উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বা ভূমি সংস্কারের, উপভোক্তা বা ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা তারা যদি তাদের জমিতে উদ্যান পালন করার জন্য রাজী থাকেন তাহলে সেই জমিতে ফলের গাছ লাগানোর নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে ফুলের চাষও করা যাবে কিন্তু যেহেতু এন আর ই জি এসে স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলার কথা মরশুমী ফুল চাষ করা ও একই জমিতে বারবার এন আর ই জি এসের সাহায্যে প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভব হবে না। ফলের বাগানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। প্রকল্প তৈরী করার সময় ঐ পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে কী ধরণের গাছ লাগানো যায় তা স্থির করতে হবে এবং পরিবারের তরফ থেকে অন্ততঃ একজন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঐ পরিবারের কোন সদস্য যদি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হন তাহলে সেই গোষ্ঠী প্রকল্পটি রূপায়ণ করতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা অন্য কোন সরকারী সংস্থা রূপায়ণের দায়িত্ব নিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ পঞ্চায়েত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের যে জমি আছে সেগুলিতে অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য খালি জমিতে ফলের গাছ লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারী জমি যা পতিত হিসাবে পড়ে আছে সেখানেও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে ফলের গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যাবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত স্কুল, যাদের গাছ লাগানোর মত জমি আছে, তাদের একটি ফল ও সব্জির বাগান গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এই ক্ষেত্রে স্কুলকে অঙ্গীকার করতে হবে যে তারা ঐ বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কী জাতের ফলের গাছ লাগানো হবে তা ঐ প্রতিষ্ঠান এবং এলাকার মাটির চরিত্র ইত্যাদি বিচার করে ঠিক করতে হবে।

তৃতীয় রকম কাজ হবে যে সমস্ত ফলের চারা বাড়ীর উঠোনে বা বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে লাগানো সম্ভব সেই রকম চারা ব্যাপক সংখ্যায় তৈরী করে তা দরিদ্র পরিবারগুলিকে বিতরণ করা ও তাদের এই চারা যত্ন করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এইসব পরিবারের মধ্যে যারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওয়াত এসেছেন তাদের এই ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ তাদের মাধ্যমে চারা সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া সহজ হবে। যেসব গাছ কম জায়গায় বড় হতে পারে যথা পেঁপে, কলা, সুপারী, নারকেল ইত্যাদি এবং সাধারণতঃ যেসব গাছের চারা বাড়ির সংলগ্ন জমিতে লাগানো হয় যেমন আম, জাম, পেয়ারা, লিচু, আতা, বেল লেবু সব্দো, আনারস ইত্যাদির চারা প্রয়োজনমত তৈরী করে দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে। পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, কাঠাল, আতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফলের বীজ থেকে চারা তৈরী করা সম্ভব। জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচীতে এইগুলি তৈরী করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতে উপযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী থাকলে তাদের দেওয়া যেতে পারে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রতিটি জেলা পরিষদ জেলার এন আর ই জি এস-এর বার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্যান পালনের জন্য যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে পরামর্শ ও সহায়তা দেবেন। যদি বার্ষিক পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই অনুমোদন হয়ে থাকে তাহলে উদ্যান পালনের জন্য যে প্রকল্পগুলি নেওয়ার দরকার তার জন্য একটি অতিরিক্ত পরিকল্পনার অনুমোদন দেবেন। এই পরিকল্পনা ঠিকমত রূপায়ণ হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব হবে জেলার এন আর ই জি এস সেলের। তার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

(WBCADC), জেলা হর্টিকালচার অফিসার ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে এবং প্রয়োজনে এই প্রকল্পগুলিকে বি আর জি এফ-র জাতীয় হর্টিকালচার মিশন বা অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বিত করা যেতে পারে।

(মানকেন্দ্র নাথ রায়)
প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং ঃ ৩১৪৮/১(৩৬)-পি এন্ড আর ডি/পি/এন/এন আর ম্প জি এ/১৮এস-১৪/০৬ তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০০৯

প্রতিলিপি প্রেরিত হল -

(১) সভাধিপতি - সকল জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ ।

(২) জেলা শাসক - সকল জেলা ।

(৩) অতিরিক্ত জেলা শাসক (এন আর ই জি এ) - সকল জেলা ।

(৪) ডি. এন. ও. (এন আর ই জি এ) - সকল জেলা ।

(৫) মহকুমা শাসক - সকল মহকুমা ।

প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার